

μiḡK bs	Avtj vPbv	w×vš-	eëv MōYKvix KgRZʔ Bi	mgqmḡv	MḡZ eëv
01	02	03	04	05	06
	<p>cKíw mgvB tNvIYv KiZ nʔQ Gtḡb cwiwZtZ mfvcwZ চুক্তির শর্ত মোতাবেক কাজ অসম্পন্ন রাখায় সংশ্লিষ্ট কাজের wKv`vii Performance Guarantee evRqvB Kti wKv`viK textWʔ Kvijv Zwj Krfʔ Kivi wbt`Rbv t`b Avtj vPbvKvtj cāvb cKŠkj x, `wY-ceʔAj I ZĒjeavqK cKŠkj x, PÆMōg cli mʔKʔ Rvbv th, PÆMōg cli wefM-1 G Dbqb I Abpqb ivR`^evRʔUi tek wKQyKvR wKv`vii mḡZ Pʔbvgv mwKfvte `wmiZ nqub DʔZ cwiwZtZ mfvcwZ cāvb cKŠkj x, `wY-ceʔAj tK AbwZej tʔ^Dchʔ প্রমাণসহ সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক বরাবর প্রতিবেদন দাখিলের wbʔ`Rv t`b </p>	<p>অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত মহাপরিচালক eivei cōZte`b`wLj KiZ nte </p>			
4	<p>ŌMʔv e`vʔiR cōK mgxʔiv hvPvBÓ kxIʔ cKíw PjwZ A_ēQʔi mgvBʔi Rb` wbaʔiZ `vKtjI cieZʔZ e`q e`wZmʔK cKʔi tgqv` 1 (GK) eQi epʔi cʔve gšYvj tʔ tcōY Kiv ntqʔQ বলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরও Rvbv th, cKʔi tgqv` epʔi bʔ_ eZʔvʔb AvBGgBwW wefvʔM cōpquaxb Ges cKʔi eiv× wefvRb GLbI Abʔgvw`Z nqub weavq vej cwikva Kiv hvʔQ bv; GŌvovI cKʔi wKQy AwBʔUtg tʔwʔqkb RwbZ mgm`v iʔqʔQ we`wiZ Avtj vPbvʔs- mfvcwZ etjb th, 30-06-2014 wLʔ ZwiʔLi ci cKʔi</p>	<p>cKíw tgqvʔ vExY`nI qvi AvʔMB h_vh_ c`ʔʔci graʔg cKíwI tgqv` epʔi c`ʔʔc MōY KiZ nte Ges weva tʔvZʔeK tʔwʔqkb Abʔgv` tbi Rb` cōqvRbxq eëv MōY KiZ nte </p>	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক।	h_vkxNQ	

μḡK bs	Avtj vPbv	w×vš-	eēv MōYKvix KgRZŴ Bi	mgqmḡv	MḡZ ēēv
01	02	03	04	05	06
6	<p>mfvciZ mfvi ḡ AvKIŴ Kti Rvrbv th, Pj wZ A_ēQti i 11 gvm AvZμvš-ntq̄Q; G chš-tevŴŴ GwWci Aw_Ŵ I ev_e AMŴhZ h_vμtḡ 51.89% Ges 75.11% G wełtḡ Avtj vPbvš- Rvrbv hvq th, teki fVM cKti iB 2q wKw-chš- A_ēAegḡ ntq̄Q Ges 3q I 4_ēKw- i UvKv AegḡtZ vej ḡ Ges Aegḡi ci gv ḡβti tčQrtZ vej ḡ Rb Aw_Ŵ AMŴhZ ewavM' ntq̄Q cwi Pvj K, cōmms mfvtK AewZ Ktib th, cKti i A_ētqi mḡ_ mvgĀm tił AvBGgBw-05 wičvtU©cKti i ev_e AMŴhZ t Lvtbv nt̄Q GtZ cKZ ev_e AMŴhZ cĀZdj Z nt̄Q bv Gi dtj Rp gvtm Aw_Ŵ eḡ Abhvqx ev_e AMŴhZ AtbK tekx wičvtU©Ašfḡi dtj Rp gvtm ev_e AMŴhZ cKwex nq G cwi wZtZ gvV chŴqi cKZ ev_e AMŴhZ cĀZ gvtm AvBGgBw-5 wičvtU© Aššūktir jonj sabaḡti sŵššit sbkake nirdēšana ḡḡān kareḡn GQvor AvBGgBw-05 wbtq Avtj vPbvKvtj Pxd gubUwis mfvtK AewZ Ktib th, AvBGgBw-05 wičvtU© 8 bs AbḡQḡ i 5, 7 I 9 bs Kjtḡ KvtRi ev_e cwi gvY Ges kZKiv hār Ūllēx Kitz ejv ntj I teki fVM wičvtUB tKej gvt kZKiv nvi Ūllēx kḡa hḡ; ēte avkāḡāmo nirmāḡer bāšē AMŴhZ mḡtK tKvb avi Yv cv I qv hvq bv wē wī Z Avtj vPbv tktl AvBGgBw-</p>	<ul style="list-style-type: none"> • gvV chŴqi cKZ ev_e AMŴhZ cĀZ gvtm AvBGgBw-5 wičvtU© Ašfḡ Kitz nte • AvBGgBw-5 wičvtU©h_vh_fvte ev_e KvtR I cwi gvY Ges ev_e KvtRi kZKiv nvi cĀZdj b ceR cĀZte`b ḡwLj Kitz nte 	<p>mŵššit cwi Pvj KMY </p> <p>ḡkḡḡ</p>	<p>h_vmgḡq </p>	

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০১।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন। (সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি; তারিখঃ ১৪/০২/১০)	৩০/০৬/২০১২	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গত ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাত হতে মোট ৩.৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জলাবদ্ধতা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ১১৩.০০ কিঃমিঃ খালের বর্জ্য অপসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০১৪ মাসের মধ্যে ওয়াসার নিকট হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন।
০২।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং (চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ২৭/৪/১০)	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য "Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭.২১ কোটি টাকা) শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report দাখিল করা হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
০৩।	কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ (কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৩/১০)	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য "Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৭.২১ কোটি টাকা) শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report দাখিল করা হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
০৪।	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা এবং সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা। (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১২/৫/১০)	-	-	-	"তিতাস নদী পুনঃখনন" প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৯৪.০৬ কোটি টাকা) ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮.০৫.২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। প্রকল্পের সমীক্ষা কাজ ডিসেম্বর/২০১৩ এ সম্পন্ন হয়েছে; সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী DPP প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। "সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের" ডিপিপির উপর (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭.৪৪ কোটি টাকা) ০৮/০৩/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তদানুযায়ী প্রকল্পটি Climate Change ট্রাস্ট ফান্ড এর আওতায় প্রস্তাবনা দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২৩/০১/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.৮৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১৩ হতে জুন/২০১৪) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৫।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ইনশাল্লাহ। (জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০৩৮.০১৮.০২.০০. ০৪০.২০১০-৩৭ তারিখঃ ০৭/০৭/২০১০ মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে)।	-	-	-	"বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় কোদালিয়া, আরুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিল উন্নয়ন প্রকল্প" শিরোনামে ২৭৯.৪৭ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়ন কাল জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৪) একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক পরিবেশগত এবং কারিগরী সমীক্ষা সম্পাদনপূর্বক তার ভিত্তিতে প্রকল্প পুনঃপ্রস্তাবসহ ডিপিপি ফেরত প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে সমীক্ষার জন্য IWM কে ০২/০৪/২০১২ তারিখে (ব্যয় ১.২৪ কোটি টাকা) নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ডিসেম্বর/২০১৩ তে final report পাওয়া গিয়াছে; সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে প্রণীত ডিপিপির উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই বাছাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডের পরিকল্পনা উইং এ পরীক্ষা-নীরিক্ষাধীন রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
০৬।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গানে ক্ষতিগ্রস্ত বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/৫/১০)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিঃমিঃ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ও ৬৬.৪৬ কিঃমিঃ পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পুনঃনির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
০৭।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্লুইস গেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
০৮।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা। (বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	-	-	-	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে উক্ত এলাকার খালসমূহ (৫টি উপজেলায়) পুনঃখননের নিমিত্তে ২৪.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত “খাল পুনঃখনন এবং রেগুলেটর সমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করা” শীর্ষক প্রকল্পের উপর ০২/০৪/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ১৯/০৬/২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে ১৯/০৭/২০১২ তারিখে পাসম পত্রে প্রকল্পটি জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২৩/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২৯/০৫/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
০৯।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত; তারিখঃ ০৬/০৫/১০)	৩০/০৬/২০১১	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় নতুন বেড়ী বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের অনেক দিনের পুরানো স্লুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশ করত। তাই লবণাক্ততার হাত থেকে ফসলী জমি রক্ষার্থে ইতোমধ্যে গেইটগুলি মেরামতের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
১০।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে। (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গত ২৩/০৭/১০ তারিখ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৭/১০)	৩০/০৬/২০১২	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
১১।	ক) তিতাস নদী খনন করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	-	-	-	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে “কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী পুনঃখনন প্রকল্প; (প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৯.০৯ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৫)” শিরোনামে একটি ডিপিপি ০২/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন গত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে ডিপিপিটি ফেরত প্রদান করে। সমীক্ষার জন্য “Feasibility Study of Capital Dredging and Sustainable River Management in Bangladesh” শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report দাখিল করা হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
	খ) তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা। (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়)।	৩০/০৬/২০১৪	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করা হয়। প্রকল্পের কাজ চলাকালীন সময়ে বাঁধ নির্মাণের জন্য জমির মালিকগণের বাঁধা এবং পরবর্তীতে হাইকোর্টে রিট করায় কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় জমি অধিগ্রহণের সুযোগ না থাকায় জমির ক্ষতিপূরণ পরিশোধের ব্যবস্থা অদ্যাবধি নেয়া যায় নি। এ পরিস্থিতিতে সমঝোতার মাধ্যমে প্রকল্পটি সম্পন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেও প্রকল্প কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।
১২।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইস গেটসহ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাংলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৩০/০৪/২০১২	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপধাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুইস গেট সমূহের নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের জন্য "হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫)" শিরোনামে একটি অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় ড্রেজিংসহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য প্রতিশ্রুতির নদী খনন অংশটুকু ২৮ ক্রমিকে চলমান রয়েছে।
১৩।	কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং। (সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৪	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫.৭৫% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য "কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬০৯.৮৩ কোটি টাকা, বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১১ হতে জুন/২০১৪) গত ০৫-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • প্রকল্পের আওতায় ৪.৩৯ কিঃমিঃ ড্রেজিং (লুপকাট) সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৪.৯৬ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
১৪।	ক) ভৈরব নদী পুনঃখনন (যশোর জেলা সফরকালে ভৈরবী নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৭/১২/১০)	-	-	-	ক) অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের আওতায় যশোর জেলায় "Detail Feasibility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin" শিরোনামে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ (চুক্তি মূল্য-১.৪২ কোটি টাকা) ৩০/০৪/২০১৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী প্রণীত ডিপিপি বাপাউবো'র পরিকল্পনা উইং এ দাখিল করা হয়। পরিকল্পনা উইং এর চাহিদা মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্তব কাজ আরম্ভের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান আছে।
	খ) ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শূকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে (মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়; তারিখঃ ১৭/০৪/১১)	৩০/০৬/২০১৭	-	-	খ) মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৩৮-২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জানু/২০১৪ হতে জুন/২০১৭) "ভৈরব নদী পুনর্খনন" শীর্ষক প্রকল্পের উপর ২২/১১/২০১২ তারিখে PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তদানুযায়ী পুনঃগঠিত ডিপিপি ২০/০২/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়- যা ২৫/০২/২০১৪ তারিখে একনেক এর অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি ১১/০৩/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাস্তব কাজ আরম্ভের প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান আছে।
১৫।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন (সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনকালে কপোতাক্ষ নদ পুনঃখননের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং যশোর জেলা সফরকালে কপোতাক্ষ নদী পুনঃখননের সদয় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৩/০৭/১০ ও ২৭/১২/১০)	৩০/০৬/২০১৫ (অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৩% • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য "কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)" প্রকল্পটি (প্রকল্প ব্যয় ২৬.৫৪ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫) ১৩/০৯/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • প্রকল্পের আওতায় ৯০.০০ কিঃমিঃ কপোতাক্ষ নদ খননের কর্মসূচী রয়েছে। তালা এবং পাইকগাছা উপজেলায় ইতোমধ্যে ৪৭.০০ কিঃমিঃ নদ খননের কাজ চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে পাইলট সেকশনে ৩৮.০০ কিঃমিঃ নদ খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ; (বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২২/০২/১১)	৩০/০৬/২০১২	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে "চর আন্ডার চারিদিকে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ" প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১২) গত ২৮/১১/২০১০ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১২ কিঃমিঃ বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, "Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)" প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জুন, ২০১৪ এ সম্পন্ন হয়েছে।
১৭।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	৩০/০৬/২০১৫	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষ এলাকায় ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০০৬ হতে জুন/২০১৪) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬.০০ কিঃমিঃ বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে "উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজসমূহ চলমান রয়েছে। বর্তমান অগ্রগতি ৯০%। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৫ তে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে।
১৮।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। (খুলনা জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ০৫/০৩/১১)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য "খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প" শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) ২২/০৪/২০১১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল খনন, ২.০০ কিঃমিঃ নদী খনন, বাঁধ মেরামত, ৩টি স্লুইচ নির্মাণ, ১টি লং বুম ক্রেয় ইত্যাদি কাজ জুন/২০১৩ মাসে সম্পন্ন হয়েছে।
১৯।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়া, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়া, গুজাছড়া, বারো মাকিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালুতালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ করা। (চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন; তারিখঃ ২৯/১২/১০)	২৮/০২/২০১৩	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% <ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ" প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন গত ২৬/০৭/২০১১ তারিখে পাওয়া গিয়াছে। ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিঃমিঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন ও ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
২০।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	"কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদীর ড্রেজিং" শীর্ষক একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২২৮.২৪ কোটি, বাস্তবায়নকাল মার্চ/২০১২ হতে জুন/২০১৪) ডিপিপি ০৫/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৩/২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
২১।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। (কক্সবাজার জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৩/০৪/১১)	-	-	-	“কক্সবাজার শহর রক্ষা” শীর্ষক প্রকল্পের উপর ২২/০৬/২০১১ইং তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৬৫৭.৩৯ লক্ষ টাকা, বাস্তবায়নকাল- জুলাই ২০১১ইং হতে জুন ২০১৪ইং পর্যন্ত) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ৪২.০৪৩.০১৪.০১.০১.০০৩. ২০১০-১৮১, তারিখ-১৮/০৯/২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত হয়। উক্ত ডিপিপি এর উপর ১৫/০১/২০১২ ইং তারিখে পুনরায় PEC সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তে আলোকে ২.৪১ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজে মধ্যে ১.৫০ কিঃমিঃ STAR Block সম্বলিত প্রতিরক্ষা কাজ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপিটি পুনরায় Planning Commission এ প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের স্মারক নং- ২০.৩৫৮.০১৪.০১.০২.৫২৩.২০১১.২৯৫ মোতাবেক কিছু Observation দিয়ে ডিপিপিটি ফেরত দেয়া হয়। তদানুযায়ী ডিপিপিটি পুনরায় Re-cast করে (প্রাক্কলিত ব্যয় ১০০.০৪ কোটি টাকা) গত ০৯/১১/২০১২ইং তারিখে পাসম এর মাধ্যমে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে বিগত ০৫/০২/২০১৩ইং ECNEC সভায় প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়। উক্ত ECNEC মিটিং এ প্রকল্পটি সফল বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহিত বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত সমন্বিত ভাবে নতুন করে প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন পূর্বক জরুরী ভিত্তিতে পুনরায় পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ডিপিপিটি পুনঃ গঠন কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে।
২২।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ডেজিং এর ব্যবস্থা করা। (সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ০৯/০৪/১১)	৩০/০৬/২০১২	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য “ক্যাপিটাল (পাইলট) ডেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ” শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখ পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার ও নলীণবাজার এলাকায় ২ কিলোমিটারসহ মোট ২২ কিলোমিটার যমুনা নদী ডেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ১৪ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ডেজিং কাজও সম্পন্ন হয়েছে। ফলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্ট ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে এবং ডেজড স্পয়েল দ্বারা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার দৃশ্যমান হয়েছে।
২৩।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ। (বাগেরহাট জেলায় সফরকালে; তারিখঃ ১৫/০৩/১১)	৩০/০৬/২০১৫	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্রোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, “উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন” প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্রোজার নির্মাণ, সুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমান কাজের অগ্রগতি ৯০%। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন/২০১৫ তে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গন রোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ। (চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২৩/০৪/১১)	৩০/০৬/২০১৫	-	-	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতির অনুকূলে "পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা" শিরোনামে ১৬৫.৫১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি (বাস্তবায়নকাল ২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫) ১৬/১০/২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়; যার প্রশাসনিক অনুমোদন ১০/০১/২০১৩ তারিখে পাওয়া যায়। প্রকল্পের আওতায় ৬.২০ কিঃমিঃ পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থ-বছরে ৩টি প্যাকেজে ৩৮.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণের কাজ চলমান রয়েছে। কাজের অগ্রগতি ১০.১৫%। প্রতিশ্রুতির অনুকূলে "চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন খালঘাট হতে নসীপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদী পুনর্খনন/ড্রেজিং" শীর্ষক ১৪৫.৭৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপির উপর ০৮/০৩/২০১২ তারিখে পাসমতে যাচাই বাছাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। যাচাই কমিটির সুপারিশের আলোকে পুনঃগঠিত ডিপিপি ১৮/০৩/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। ১৫/০৯/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে IWM কর্তৃক সমীক্ষা কাজ চলমান আছে।
২৫।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ। (ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে; তারিখঃ ১১/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৪	-	-	<p>বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮০%</p> <ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার "চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ (বাস্তবায়নকাল জুন/২০১২ হতে জুন/২০১৪; প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৯ কোটি টাকা)" শীর্ষক প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্টি ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৯/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ০৮/১০/২০১২ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু বিষয়ক কারিগরি কমিটির সভায় প্রকল্পটি উপস্থাপিত হলে Feasibility Study ও EIA প্রতিবেদনসহ পুনরায় দাখিলের সিদ্ধান্ত হয়। তদানুযায়ী প্রকল্পটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। প্রকল্পটি ১৮/১১/২০১২ তারিখে (প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫.০০ কোটি টাকা) জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাষ্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙ্গনরোধ প্রকল্পটি (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২৯.৭৮ কোটি টাকা; বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৫ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলিয়েন্স ফান্ডের (BCCRF) আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্তে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠিত প্রকল্প প্রস্তাবনা ২৬/০৫/২০১৩ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
২৬।	ক) দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তানদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ; (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২	-	-	<p>বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%</p> <p>ক) তিস্তানদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়নকে রক্ষার্থে ১.২৬৬ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।</p>
	খ) লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তানদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা; এবং (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১৩	-	-	<p>বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%</p> <p>খ) ইতোপূর্বে "তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত) প্রকল্প" এর আওতায় ২৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)।</p> <p>এছাড়া "তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১০ হতে জুন/২০১৩)" এর আওতায় ৯২৫০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ জুন/২০১৩ তে সম্পন্ন হয়েছে।</p>

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
	গ) শুল্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তানদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা। (১৯/১০/১১ তারিখে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়)	৩০/০৬/২০১২	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% গ) শুল্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য "তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)" এর আওতায় তিস্তাব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তাব্যারেজ এর ভাটিতে ৩০০০ মিটার ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২৭।	ব্রহ্মপুত্র নদ খনন। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	-	-	-	ক্রমিক নং-২ এর সাথে সম্পৃক্ত। সমীক্ষার Draft Final Report দাখিল করা হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে মাঠ পর্যায়ে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে।
২৮।	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন। (সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ১০/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৫	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০.৬২% মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে বর্ণিত কাজসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতোমধ্যে "হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০১০-১১ থেকে ২০১৪-১৫) গত ১২-০৪-২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় "পুরাতন সুরমা-বৌলাই রিভার সিস্টেম খনন" কাজের সমীক্ষা কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী যাদুকাটা নদী ৬ কিঃমিঃ, রক্তি নদী ৫ কিঃমিঃ, চলতি নদী ৭ কিঃমিঃ, পুরাতন সুরমা ১১ কিঃমিঃ এবং বৌলাই নদী ১১ কিঃমিঃ অর্থাৎ মোট ৪০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য নদী ড্রেজিং এর জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে মাঠ পর্যায়ে নদী ড্রেজিং এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে (ক্রমিক নং-১২ এর সহিত সম্পৃক্ত)।
২৯।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবীধ নির্মাণ। (ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ৩১/০৩/১১)	৩০/০৬/২০১৫ (প্রস্তাবিত ডিপিপি অনুযায়ী)	-	-	"চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবীধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি প্রাক্কলিত মূল্য ৬০.৫১ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ২৬/০৪/২০১২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনবিহীন অবস্থায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফেরত প্রদান করা হয়েছে।
৩০।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা। (নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে; তারিখঃ ২০/০৩/১১)	-	প্রকল্প বাস্তবায়নে বরাদ্দ অপ্রতুল	বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রয়োজন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "Study for Sustainable River Management" শীর্ষক সমীক্ষার Draft Final Report দাখিল করা হয়েছে। কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত সমীক্ষার সুপারিশের আলোকে আলোচ্য নদী দুটির ড্রেজিং কাজের ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে। এছাড়াও, ঢাকার চারপাশের নদীতে বিশুদ্ধ পানি প্রবাহ নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে ৯৪৪.০৯ কোটি টাকা ব্যয়ে "বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার" শীর্ষক শিরোনামে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় (বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত)। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদী হতে পানি এনে Buriganga River Augmentation এর জন্য পুংলী, বংশী ও তুরাগ নদীর মোট ১৬২.৩৫ কিঃমিঃ খনন কাজ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যে তুরাগ নদীর ৬.৯৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে। পুংলী নদীতে ২৯.১০ কিঃমিঃ পাইলট সেকশনে ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৪.০৬ কিঃমিঃ পাইলট সেকশনে ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১১.২০% ।
৩১।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবীধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে; তারিখঃ ০৭/১১/১০)	৩০/০৬/২০১৪	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৭৬% "কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবীধ নির্মাণ কাজের জন্য "কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন" শীর্ষক প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প (প্রাক্কলিত ব্যয় ১২.০০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল অক্টোবর/২০১১ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য পাসম এর মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; যা ০৭/০৩/২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ৭৯.৬৩ কিঃমিঃ খালের মধ্যে বর্তমানে ৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪১.৫০ কিঃমিঃ খাল খননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে অবশিষ্ট ৩৮.১৩ কিঃমিঃ খাল খননের কর্মসূচী রয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩২।	ক) কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৬	-		বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৫% বর্ণিত প্রতিশ্রুতির অনুকূলে "নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় সংরক্ষণ শিরোনামে ডিপিপি'র উপর (প্রাক্কলিত ব্যয়- ১৯.৬০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল- ডিসেম্বর/২০১২ হতে জুন/২০১৬) ০৭/১১/২০১২ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়; যা ২৪/১০/২০১৩ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩টি প্যাকেজে ১.২৩ কিঃমিঃ (প্রাক্কলিত ব্যয়- ৭.২৮ কোটি টাকা) নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান আছে।
	খ) নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বীধ নির্মাণ। (নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১১/১২/২০১১)	৩০/০৬/২০১৫	-	-	<ul style="list-style-type: none"> "পাবনা জেলার ইশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-বাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি (প্রাক্কলিত ব্যয় ২২০.২০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই/২০১২ হতে জুন/২০১৫) ০৫/০২/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্নিত প্রকল্পের আওতায় ৭টি প্যাকেজে ৪০.৬৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২৯/০৮/২০১৩ তারিখে পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়। পুনঃদরপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়ায় পুনরায় দরপত্র (৩য় বার) আহবান করতঃ দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৩৩।	ক) সন্দ্বীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দ্বীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুত প্রকল্পটি ৬৮৩.০০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন রেজিলেন্স ফান্ড হতে অর্থায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়; পরবর্তীতে উহার অনুকূলে অর্থায়নের জন্য প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করা হয়। বাপাউবো কর্তৃক এ যাবৎ ক্রস ড্যাম নির্মাণের স্বার্থে যে সকল সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়েছে, ঐ সকল সমীক্ষা প্রতিবেদনের উপর মতামত প্রদান করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক একজন উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। উপদেষ্টা সকল প্রতিবেদনের পর্যালোচনা পূর্বক মত প্রকাশ করেন যে, ক্রস ড্যাম নির্মাণের পূর্বে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্রস ড্যামের টেকসই যাচাইসহ বিস্তারিত নকশা প্রণয়ন এবং পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন আবশ্যিক। এই মতামতের প্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংক আরোও একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের প্রস্তাবনা দাখিল করার অনুরোধ জানালে ০.৭০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় সম্বলিত একটি সমীক্ষা প্রকল্প Bangladesh Climate Change Resilance Fund (BCCRF) এর অর্থায়নের জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। গত ৭ই জুন, ২০১২ তারিখে Project Management Committee কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে উপদেষ্টা নিয়োগের মাধ্যমে সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন হয়েছে; যা বর্তমানে বিশ্বব্যাংকে প্রক্রিয়াধীন আছে।
	খ) সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঞ্জে যাওয়া বেড়ীবীধ পুনঃনির্মাণ। (চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ১৮/০২/২০১২)	-	-	-	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০% সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ২টি স্থানে পাউবো'র বীধ ২০১০ ও ২০১১ সালের জলোচ্ছ্বাসে ভেঞ্জে যায়; প্রাথমিক পর্যায়ে জরুরি কার্যক্রমের আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে উক্ত স্থান দুটিতে ভাঙ্গা বীধ মেরামত/বন্ধ করার কাজসমূহ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, বেড়ীবীধ সংস্কার কাজের জন্য (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.৯৫ কোটি টাকা) Climate Change Trust Fund এর আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ২২/০১/২০১৩ তারিখে ১৫.০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। কাজের অগ্রগতি ৬৫%।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	সমাপ্তির সময়কাল	বাস্তবায়ন সমস্যা (যদি থাকে)	সমাধানের জন্য প্রদত্ত প্রস্তাব	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৪।	"জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা" (সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়; তারিখঃ ৩০/০৬/২০১২)	৩০/০৬/২০১২	-	-	জামালপুর জেলা শহরকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার্থে স্টীফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫০.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণসহ ৫.৬৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ, ১৮টি রেগুলেটর/স্লুইচ নির্মাণ ও ৩.৭৫ কিঃমিঃ রাস্তা পাকাকরণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।
		৩০/০৬/২০১৪	প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের অভাবে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।	বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন।	বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৬০% এছাড়া, জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে ৪১৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প" শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নধীন রয়েছে।
৩৫।	"যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা" (ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়; তারিখঃ ৩০-০৬-২০১২)	৩০/০৬/২০১৪ (প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী)	-	-	"যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা (প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪.১৬ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল-জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৪)" শিরোনামে একটি প্রকল্প জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।